বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান

মূল

ডক্টর মরিস বুকাইলি

বাংলা রূপান্তর ও সম্পাদনায়

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

গবেষণায় উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বি. এ অনার্স, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট)

ইউজিসি মেরিট স্কলারশিপ-২০১৫, প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত

এম. এ, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট)

এম. ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক

বি.টি এইচ.আই.এস (অনার্স),

এম. টি এইচ.আই.এস (আই ইউ) এম. এ

(আর. ইউ) এম. এম. ঢাকা

সহকারী অধ্যাপক

মওলানা ভাসানী কলেজ সিরাজগঞ্জ

সূচিপত্র

বিষয়ধারা	পৃষ্ঠা
ভূমিকা (Introduction)	৯
অধ্যায়-১: বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্ট (পুরাতন নিয়ম)	
The Old testament	
১. সাধারণ আলোচনা (General Outlines)	২১
• বাইবেলের উৎস (Origins of the Bible)	২৪
২. ওল্ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়মের) বিভিন্ন পুস্তক (The Books of the Old Testament)	২৭
• তাওরাত বা পেন্টাটিউক (The Torah or Pentateuch)	৩০
• বাইবেলের আদিপুস্তকে জেহোভিস্ট ও সেকেরডোটাল পাঠের সংমিশ্রণ-এর ছক	৩৬
• ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ (The Historical Books)	৩৭
• নবীদের গ্রন্থসমূহ (The Prophetics Books)	৩৯
• কবিতা ও জ্ঞানের গ্রন্থ (The Books of Poetry and Wisdom)	৪০
৩. ওল্ড টেস্টামেন্ট (পুরাতন নিয়মের) ও বৈজ্ঞানিক তথ্য (The Old Testament and Science, Findings)	৪৩
• পৃথিবী সৃষ্টি (The Creation of the World)	৪৪
• পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম বিবরণ (First Description of the Creation)	৪৪
• পৃথিবী সৃষ্টির দ্বিতীয় বিবরণ (Second Description)	
• পৃথিবীর সৃষ্টি এবং সেখানে মানুষের আবির্ভাবের তারিখ (The Date of the World's Creation and the Date of Man's Appearance on Earth)	৫০
• আদম থেকে ইবরাহীম (From Adam to Abraham)	৫১
• ইবরাহীমের নসবনামা (Abraham's Genealogy)	৫২
• আদম সৃষ্টির পর জন্মের তারিখ – হায়াত – আদম সৃষ্টির পর মৃত্যুর তারিখ	
• ইবরাহীম থেকে ঈসা (From Abraham to the Beginnings of Christianity)	৫৩
• বন্যা ও প্লাবন (The Flood)	৫৪
৪. বাইবেলে উল্লিখিত তথ্যে বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি সম্পর্কে খ্রিস্টান ভাষ্যকারদের বক্তব্য (Position of Christian Authors with Regard to Scientific Error in the Biblical Texts. A Critical Examination.	৫৮
৫. উপসংহার (Conclusions)	৬৪

অধ্যায়-২: গসপেল [বাইবেল নতুন নিয়ম (ইঞ্জিল)]
(The Gospels)

১. সাধারণ আলোচনা (Introduction) ৬৫

২. ইতিহাসের স্মারক : ইহুদি-খ্রিস্টধর্ম ও সাধুপল (Historical Reminder Judeo-Christianity and Saint Paul) ৭০

৩. চার গসপেল (ইঞ্জিল) : উৎস ও ইতিহাস (The Four Gospels, Sources and History) ৭৫

ক. ম্যাথুর গসপেল (মথি লিখিত সুসমাচার) (The Gospel According to Matthew) ৭৯

খ. মার্কের গসপেল (মার্ক লিখিত সুসমাচার) (The Gospel According to Mark) ৮৪

গ. লুকের গসপেল (লুক লিখিত সুসমাচার) (The Gospel According to Luke) ৮৮

ঘ. জনের গসপেল (জোহান লিখিত সুসমাচার) (The Gospel According to John) ৯১

- গসপেলের (ইঞ্জিলের) উৎস (Sources of the Gospels) ৯৫
- ফাদার এম ই বয়েসমার্ড (M.E. Boismard)
- সিনপসিস অব দি ফোর গসপেলস (Synopsis of the four Gospels General Diagram) ১০১
- ইঞ্জিল রচনার ইতিহাস (History of the Texts) ১০১

৪. গসপেল (ইঞ্জিল) ও আধুনিক বিজ্ঞান (The Gospels and Modern Science. The Genealogies of Jesus) ১০৭

- যিশুর নসবনামা (The Genealogies of Jesus) ১০৮
- ইবরাহীমের পুত্র দাউদ তৎপুত্র যিশুখ্রিস্টের নসবনামা (The Book of the Genealogy of Jesus Christ, The son of David, The son of Abraham) ১০৯
- যিশুখ্রিস্টের নসবনামা দাউদের পূর্বে মথি ও লুকের বিবরণ ১১২
- নসবনামা বর্ণনায় পার্থক্য (Variations in the Manuscripts). ১১৫
- গসপেলের (ইঞ্জিলের) বর্ণনার সমালোচনা (Critical Examination of the Texts) ১১৬

(১) আদম থেকে ইবরাহীম (The Period from Adam to Abraham) ১১৬

(২) ইবরাহীম থেকে দাউদ (The Period From Abraham to David) ১১৭

(৩) দাউদের পরের সময়কাল (The Post-David Period) ১১৭

- আধুনিক বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য ও মন্তব্য (Commentaries of Modern Experts in Exegesis) ১১৯

৫. ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনায় স্ববিরোধিতা ও অসম্ভাব্যতা (Contradictions and Improbabilities in the Descriptions) ১২১

- যিশুর প্রতি নির্যাতনের বিবরণ (Descriptions of the Passion) ১২১

- জনের গ্রন্থে ইউকারিস্টের বিবরণ নেই (John's Gospel does not Describe the Institution of the Eucharist) ১২২
- মৃত্যুর পর যিশুর হাযির হওয়া (Appearances of Jesus Raised from the Dead) 125
- যিশুর স্বর্গারোহণ (Ascension of Jesus) ১২৭
- যিশুর শেষ কথোপকথন ও জনের গসপেলের সহায়ক (Jesus's Last Dialogues. The Paraclete of John's Gospel) ১৩০
- উপসংহার (Conclusions) ১৩৫

অধ্যায়-৩: কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান
(The Qur'an and Modern Science)

১. সাধারণ আলোচনা (Introduction) ১৩৮

২. কুরআনের মৌলিকত্ব : কীভাবে তা সংরক্ষিত হয় (Authenticity of the Qur'an, How it Came to be Written) ১৫৭

৩. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি বাইবেলের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (The Creation of the Heavens and the Earth)

- Differences from and Resemblences to The Biblical Description. ১৬৬
- সৃষ্টির ছয় মেয়াদ (The six periods of the Creation) ১৬৭
- দুনিয়া ও আকাশমণ্ডল পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়নি (The Qur'an does not Lay down a sequence for the Creation of the Earth and Heavens.) ১৭১
- জ্যোতির্মণ্ডল গঠনের মৌলিক প্রক্রিয়া এবং তার ফলে গ্রহ উপগ্রহের গঠন (The Basic Process of the Formation of the Universe and the Resulting Composition of the Worlds.) ১৭৩
- বিশ্বজগতের গঠন বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের কতিপয় তথ্য (Some Modern Scientific Data Concerning the Formation of the Universe) ১৭৮
- সৌরমণ্ডল (The solar system) ১৭৮
- তারকারাজি (The Galaries) ১৭৯
- তারকা, তারকাপুঞ্জ ও গ্রহ ব্যবস্থার গঠন ও বিকাশ (Formation and Evulation of Galaxies, Satrs and Planetary Systems) ১৮০
- বহু বিশ্বের ধারণা (The Concept of the Plurality of the Worlds) ১৮৩
- আন্ততারকা পদার্থ (Interstellar Material)
- সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে কুরআনের বর্ণিত তথ্যের বিশ্লেষণ (Confrontation with the Data in the Qur'an Concerning the Creation) ১৮৪
- কতিপয় সমালোচনার জবাব (Answers to Certain Objections) ১৮৬

৪. কুরআনের জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy in the Qur'an) ১৮৮
ক. আকাশ সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণায় কুরআনী দিকনির্দেশনা (General Reflections Concerning the Sky) ১৯০
খ. জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রকৃতি (Nature of Heavenly Bodies) ১৯৪
• সূর্য ও চন্দ্র (The Sun and the Moon) ১৯৪
• নক্ষত্রমণ্ডল (The Stars) ১৯৬
• গ্রহমণ্ডল (The Planets) ১৯৬
• নিম্নতম আকাশ (The Lowest Heaven) ১৯৮
গ. জ্যোতির্মণ্ডলের সংগঠন (Celestial Organization) ১৯৯
• চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ (The Existence of the Moon's and the Sun's Orbits) ২০০
• চন্দ্রের কক্ষপথ (The Moon's Orbit) ২০০
• সূর্যের কক্ষপথ (The Sun) ২০২
• মহাশূন্যে চন্দ্র ও সূর্যের নিজস্ব গতিবেগ (Reference to the Movement of the Moon and the Sun in space with their own Motion) ২০৩
• দিনরাত্রির ক্রমাবর্তন (The Sequence of Day and Night) ২০৫
ঘ. মহাশূন্যের ক্রমবিকাশ (Evolution of the Heavens) ২০৮
• বিশ্বজগতের সম্প্রসারণ (The Expansion of the Universe) ২১০
ঙ. মহাশূন্য বিজয় (The Conquest of Space) ২১২
৫. পৃথিবী (The Earth) ২১৫
ক. পৃথিবী সম্পর্কে কুরআনের সাধারণ বর্ণনা (Verses Containing General Statements) ২১৫
খ. পানিচক্র ও সমুদ্র (The Water Cycle and the Seas) ২১৯
• সমুদ্র (The Seas) ২২৭
গ. পৃথিবীর গঠনপ্রণালি (The Earth's Relief) ২৩২
ঘ. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল (The Earth's Atmosphere) ২৩৬
• উচ্চতা (Altitude)
• বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ (Electricity in the Atmosphere) ২৩৬
• ছায়া (Shadows) ২৩৮
৬. প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ (The Animal and Vegetable Kingdoms) ২৩৯
ক. প্রাণের উৎপত্তি (The Origins of Life) ২৪০
খ. উদ্ভিদজগৎ (The Vegetable Kingdom) ২৪২
• উদ্ভিদজগতে ভারসাম্য (Balance in the Vegetable Kingdom) ২৪৩
• বিভিন্ন খাদ্যের গুণবৈচিত্র্য (Reproduction in the Vegetable Kingdom) ২৪৩

- উদ্ভিদের বংশবিস্তার (Reproduction in the Vegetable Kingdom) ২৪৪
গ. প্রাণিজগৎ (The Animal Kingdom) ২৪৮
১. প্রাণিজগতের বংশবিস্তার (Reproduction in the animal Kingdom) ২৪৯
২. প্রাণিজগতে সমাজের অস্তিত্ব (References to the Existence of Animal Communities) ২৪৯
৩. মৌমাছি, মাকড়সা ও পাখিবিষয়ক বর্ণনা (Statements Concerning Bees, Spiders and Birds) ২৫১
- মৌমাছি (Bees)
- পাখি (Birds) ২৫৪
৪. প্রাণিদুগ্ধের উপাদানের উৎস (The Source of the Constituents of Animal Milk) ২৫৬
৭. মানুষের বংশবিস্তার (Human Reproduction) ২৫৮
- মানব বংশবিস্তার সম্পর্কে মৌলিক ধারণা (Reminder of Certain Basic Concepts) ২৫৯
- কুরআনে মানুষের বংশবিস্তার (Human Reproduction in the Quran) ২৬০
১. স্বল্পতম পরিমাণ শুক্রেই মানব বংশবিস্তার (Fertilization is Performed by Only a Very Small Volume of Liquid) ২৬১
২. শুক্রের উপাদান (The Constituents of the Fertilizing Liquid)
- শুক্রের উপাদান কী কী? ২৬৪
৩. নারী জরায়ুতে নিষিক্ত ডিম্বের অবস্থান (The Implantation of the egg in the femal Gential Organs) ২৬৬
৪. জরায়ুতে ভ্রূণের ক্রমবিকাশ (Evolution of the Embryo inside the Uterus.) ২৬৯
- কুরআন ও দাম্পত্যজীবন (The Quran and Sex Education) ২৭২

অধ্যায়-৪: কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনা
(Qur'anic and Biblical Narrations)

১. সাধারণ আলোচনা (General Outlies) ২৭৭
- কুরআন, গসপেল (ইঞ্জিল) ও আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা (Parallel: Qur'an/Gospel and Modern Knowledge) ২৭৭
- কুরআন, ওল্ড টেস্টামেন্ট (বাইবেল) ও আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা (Parallel: Qur'an /Old Testament and Modern Knowledge) ২৭৯
২. প্লাবন (হযরত নূহ আ.-এর আমলে) প্লাবন সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা ও সমালোচনা (The Flood: The Biblical Narration of the Flood and the Criticism Leveled at It-A Reminder.) ২৮০

- প্লাবন বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা (The Narration of the Flood Contained in the Qur'an) ২৮২

৩. মহাযাত্রা (The Exodus) ২৮৬

- মহাযাত্রা সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা (The Exodus According to the Bible) ২৮৬
- মহাযাত্রা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা (The Exodus According to the Qur'an) ২৮৮
- ধর্মগ্রন্থের (কুরআন ও বাইবেল) তথ্যের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের মোকাবিলা (Confrontation between Scriptural data and Modern Knowledge) ২৯২

১. ধর্মগ্রন্থে (কুরআন ও বাইবেলে) বর্ণিত কিছু তথ্যের বিশ্লেষণ মিশরে বনি ইসরায়েল (Examination of Certain Details Contained in the Narrations the Hebrews in Egypt) ২৯২

- মিশরে প্লেগ (The Plagues of Egypt) ২৯৪
- মহাযাত্রার পথ (The Route Taken by the Exodus) ২৯৫
- পানির অলৌকিক বিভক্তি (The Miraculous Parting of the Waters) ২৯৫

২. ফেরাউনদের ইতিহাসে মহাযাত্রার স্থান (The Point Occupiced by the Exodus in the History of the Pharaohs)

৩. দ্বিতীয় রামিসেস, মারনেপতাহর (ফেরাউন) নির্যাতন ও মহাযাত্রা (Rameses II, Pharaoh of the Oppression Merneptah, Pharaoh of the Exodus) ২৯৯

৪. মহাযাত্রায় ফেরাউনের মৃত্যু বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের বিবরণ (The Description Contained in the Holy Scriptures of the Pharaho's Death During the Exodus.) ৩০৭

৫. ফেরাউনের (মারনেপতাহর) মমি (Pharaoh Merneptah's Mummy) ৩১০

অধ্যায়-৫: কুরআন, হাদিস ও আধুনিক বিজ্ঞান
(The Qur'an, Hadiths and Modern Science)

উপসংহার (General Conclusions) ৩২১

ভূমিকা (Introduction)

তৌহিদবাদী তিনটি ধর্মেরই নিজস্ব গ্রন্থ আছে। ইহুদি হোক, খ্রিস্টান হোক, মুসলমান হোক, গ্রন্থই হচ্ছে তার ঈমানের বুনিয়াদ তথা মূলভিত্তি। তাদের সকলের কাছেই তাদের নিজ নিজ গ্রন্থ হচ্ছে আসমানি কালামের লিখিত রূপ। হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসার নিকট সে কালাম সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আর হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট এসেছে অন্যের মাধ্যমে। হযরত ঈসা বলেছেন, তিনি তাঁর পিতার নাম কথা বলেছেন। আর হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে কালাম প্রচার করেছেন, তা তিনি আল্লাহর নিকট থেকে ফেরেশতা জিবরাঈলের মাধ্যমে পেয়েছেন।

ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, ওল্ড টেস্টামেন্ট, গসপেল এবং কুরআন একই শ্রেণিভুক্ত। অর্থাৎ আসমানি কালামের লিখিত সংকলন। মুসলমানগণ এ মতবাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রধানত ইহুদি-খ্রিস্টান প্রভাবে প্রভাবান্বিত পাশ্চাত্যের অধিবাসিগণ কুরআনকে আসমানি কালামের মর্যাদা দিতে চায় না।

এক ধর্মের মানুষ ওপর দুই ধর্মের গ্রন্থ সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করে থাকে তা বিবেচনা করা হলে পাশ্চাত্যের সে মতবাদের একটি ব্যাখ্যা সম্ভবত পাওয়া যেতে পারে।

ইহুদিদের আসমানি গ্রন্থ হচ্ছে হিব্রু বাইবেল। খ্রিস্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্টের সঙ্গে তার পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন কতিপয় অধ্যায় রয়েছে, যা হিব্রু বাইবেলে ছিল না। এ পার্থক্য অবশ্য কার্যক্ষেত্রে তেমন কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না। কেননা ইহুদিগণ তাদের নিজেদের গ্রন্থের পর আর কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করে না।

খ্রিস্টানগণ হিব্রু বাইবেলকে নিজেদের গ্রন্থ বলে মেনে নিলেও তারা তার সঙ্গে আরও কিছু সংযুক্ত করে নিয়েছে। তবে হযরত ঈসার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত ও প্রকাশিত সকল রচনাকে তারা গ্রহণ করেনি। খ্রিস্টান পাদরিগণ হযরত ঈসার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে লিখিত অনেক গ্রন্থই বাতিল করে দিয়েছেন। নিউ টেস্টামেন্টে তারা খুব কমসংখ্যক রচনায় স্থির রেখেছেন। তন্মধ্যে চারটি কোনোনিক গসপেলই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা এবং তার সাথিদের পরবর্তীকালীন কোনো আসমানি কালামই স্বীকার করে না। কাজেই কুরআনকেও তারা আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না।

কুরআন হযরত ঈসার ছয়শত বছর পরে নাযিল হয়। এ গ্রন্থে হিব্রু বাইবেল এবং গসপেলের অনেক তথ্যই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কারণ কুরআনে তাওরাত ও গসপেল থেকে বহু উদ্ধৃতি রয়েছে। (তাওরাত বলতে বাইবেলের প্রথম পাঁচখানি গ্রন্থ তথা হযরত মূসার পঞ্চকিতাব-জেনেসিস, এক্সোডাস, লেভেটিকাস, নাম্বারস ও ডিউটারোনমি বোঝায়)। কুরআন কারীমের পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের ওপর ঈমান আনার জন্য স্বয়ং কুরআনেই মুসলমানদের ওপর হুকুম আছে।

وَالْكِتٰبِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ

"এবং (ঈমান আন) সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন।"
(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৬)

'তাছাড়া আসমানি কালামে হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসার ন্যায় পয়গম্বরদের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর হযরত ঈসাকে একটি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কারণ কুরআনে এবং গসপেলে তাঁর জন্মকে একটি অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মাতা মরিয়মকেও বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কুরআনের ১১তম সূরার নামকরণ তাঁর নাম অনুসারে হওয়ায় এ বিশেষ মর্যাদার আভাস পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যের অধিবাসিগণ সাধারণত ইসলামের এ সকল তথ্য সম্পর্কে অবগত নয়। কয়েক পুরুষ যাবৎ তাদের যেভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের যেভাবে অজ্ঞ করে রাখা হয়েছে তা বিবেচনা করা হলে এ অবস্থা মোটেই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তাদের এ অজ্ঞানতার পেছনে এমনকি বর্তমান কালেও– 'মোহামেডান ধর্ম', 'মোহামেডান জাতি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এ সকল শব্দ ও বাগ্‌ধারা ব্যবহার করে তারা এমন একটি মিথ্যা ধারণা করেছে যে, এ ধর্ম বিশ্বাস (মুহাম্মদ নামক) একজন মানুষের দ্বারা প্রচলিত হয়েছে এবং আল্লাহর (খ্রিস্টান ধর্মীয় অর্থে) সেখানে কোনো ভূমিকা নেই।

পাশ্চাত্যের অনেক সুধী ও বিজ্ঞজন এখন ইসলামের দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, কিন্তু তারা ইসলামের খোদ আসমানি কালাম সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর নেন না। অথচ প্রথমেই সে কালাম সম্পর্কে তাদের খোঁজ নেওয়া উচিত।

কোনো কোনো খ্রিস্টান মহলে মুসলমানদের যে কি ঘৃণার চোখে দেখা হয় অনেকে তা আন্দাজও করতে পারেন না। এ বিষয়ে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। একবার আমি একই বিষয়ে বাইবেল ও কুরআনে বর্ণিত কাহিনীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার শ্রোতারা এমনকি সাময়িক আলোচনার জন্যও কুরআনের কোনো বর্ণনাকে ভিত্তি হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিল না। তাদের ধারণা কুরআন থেকে কিছু উদ্ধৃত করার অর্থই হচ্ছে স্বয়ং শয়তানের প্রসঙ্গে অবতারণা করা।

তবে খ্রিস্টান জগতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বর্তমানে কিছু পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় ভ্যাটিকেন কাউন্সিলে আলোচিত বিষয়ের ভিত্তিতে ভ্যাটিকেন এর অখ্রিস্টীয় বিষয়ক দফতর থেকে ফরাসি ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নাম 'ওরিয়েন্টেশন পোর আন ডায়ালগ এন্টার খ্রীশ্চিয়েন এট মুসলমানস' খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি। প্রকাশক এংকরা, রোম, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭০। 'এ গ্রন্থে খ্রিস্টানদের সরকারি মতবাদে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে।

মুসলমানদের সম্পর্কে খ্রিস্টানদের মনে "প্রাচীনকাল থেকে মীরাসী সূত্রে পাওয়া অযথা বিদ্বেষ ও বিরূপতায় বিকৃতি যে সেকেলে ধারণা রয়েছে", তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এ দলিলে মুসলমানদের প্রতি অতীতের অবিচার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এজন্য খ্রিস্টীয় শিক্ষিত পাশ্চাত্য মনোবৃত্তিই দায়ী। মুসলমানদের অদৃষ্টবাদ, বৈধতাবোধ, গোঁড়ামি প্রভৃতি সম্পর্কে খ্রিস্টানদের মনে এতদিন যে ভুল ধারণা ছিল, তার সমালোচনা করে গ্রন্থে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের ওপর সবিশেষ জোর প্রদান করা হয়েছে এবং জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে এক সরকারি সম্মেলনে গিয়ে কার্ডিনাল করেনিগ কেরর আল আযহার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মসজিদে যখন ওই একত্বের কথা জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তখন শ্রোতাগণ কীভাবে অবাক হয়েছিল। আরও